চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য বিশ্লেষণ

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (১৮ এপ্রিল ২০১৫)

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত তফসিল আনুযায়ী আগামী ২৮ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে ৩টি সিটি করপোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তফসিল ঘোষণার পর পরই আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে ঢাকা ও চট্টগ্রামে সংবাদ সম্মেলন করে এই নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ করার লক্ষ্যে ইতিবাচক ভূমিকা পালনের জন্য নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলাম। এই আহ্বান থেকে নির্বাচন কমিশন, সরকার, রাজনৈতিক দল, মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় সংসদ সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম, নির্বাচন পর্যবেক্ষক, প্রার্থী, সচেতন নাগরিক, ভোটার কেউই বাদ ছিলেন না। নির্বাচনী আইন, নির্বাচন বিধিমালা ও আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলার আহ্বানটি সকলের জন্য ছিলো একটি সাধারণ আহ্বান। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান ছিল কঠোরতা প্রদর্শনের। কিন্তু আমরা হতাশার সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, আমাদের আহ্বান অনেকের কাছেই গুরুত্ব পায়নি। ফলে অনেকেই আচরণবিধি, আইন-কানুন ও বিধি-বিধান মেনে চলছেন না। নির্বাচন কমিশনকে এসব ক্ষেত্রে কঠোর হতে দেখা যাচ্ছে না।

উদাহরণস্বরূপ, ২৯ মার্চ ২০১৫ তারিখের সংবাদ সম্মেলনে আমরা রাজনৈতিক দলের প্রতি এই মর্মে আহ্বান জানিয়েছিলাম, আইনগতভাবে নির্দলীয় এই নির্বাচনে তাঁরা যেন দলীয়ভাবে প্রার্থী মনোনয়ন বা কোন প্রার্থীকে সমর্থন দেয়া থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে, কোনো কোনো রাজনৈতিক দল থেকে একদিকে যেমন প্রার্থীকে সমর্থন দেওয়া বা প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে, অপর দিকে প্রার্থীতা প্রত্যাহারের জন্যও চাপ সৃষ্টি করা হয়। কোনো কোন দল থেকে প্রার্থীদের উপর চাপ সৃষ্টি করে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের চিঠিতে আগাম স্বাক্ষর নেয়া হয়েছে। আবার এখন 'বিদ্রোহী' প্রার্থীদেরকে দল থেকে বহিষ্কার করার পায়তারা চলছে। বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে নির্বাচনী বিধিবিধানের লঙ্ঘন।

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০-এ বলা হয়েছে: ধারা ৭৩। *অবৈধ প্রভাব বিস্তার ও শাস্তি।-(১) কোন ব্যক্তি অবৈধ প্রভাব বিস্তারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি- (ক) কোন ব্যক্তিকে নির্বাচনে ভোট প্রদান করিতে বা উহা হইতে বিরত থাকিতে অথবা নির্বাচনের প্রার্থী হইতে বা প্রার্থীতা প্রত্যাহার করিতে প্ররোচিত বা বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে, পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে, তিনি নিজে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে- (অ) কোন প্রকার শক্তি, ত্রাস বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন বা ভীতি প্রদর্শন করেন; (আ) কোন আঘাত, ক্ষতি, সম্মানহানি বা লোকসান ঘটান বা ঘটাইবার উদ্দেশ্যে ভীতি প্রদর্শন করেন*; ....ইত্যাদি। ৭৩ এর (২) ধারায় বলা হয়েছে ''*কোন ব্যক্তি উপবিধি (১) এ উল্লিখিত কার্যকলাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন*।"

আইনে যে বিষয়গুলোকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলা হয়েছে, তা অবাধে করেছেন কোনো কোনো রাজনৈতিক দল। শুধুমাত্র দলীয়ভাবে সমর্থনদান বা প্রার্থীতা প্রত্যাহারের জন্য চাপ সৃষ্টিই নয়, অন্যভাবেও আচরণবিধি লঙ্ঘন করা হচ্ছে। যেমন: মন্ত্রী পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিচ্ছে - যা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পরিবেশকে বিঘ্নিত করতে পারে। তাই নির্বাচন কমিশনের প্রতি আমাদের আহবান শুধুমাত্র দায়সারাগোছের কারণ দর্শানোর নোটিশ বা জরিমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রয়োজনে আচরণবিধিসহ আইন ও বিধি-বিধান ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এবং সকল প্রার্থীর জন্য 'লেভেল প্লেইং ফিল্ড' নিশ্চিত করে, একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, অর্থবহ নির্বাচন উপহার দিন। আর একটা কথা আমদের মনে রাখতে হবে, যে সিটি করপোরেশন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমরা রাজনৈতিক সহিংসতাপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে এসেছি, সেই নির্বাচন যদি সুষ্ঠু না হয়, তবে আবারও হয়তো আমরা অস্থিরতাপূর্ণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হবো – যা কারোই কাম্য নয়।

আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে আমরা চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরছি। আমরা জানি যে, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে মেয়র পদে ১৩ জন, ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ২৮৮ জন এবং সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর পদে ৭১ জন; সর্বমোট ৩৭২ জন প্রার্থী মনোনয়ন পত্র দাখিল করলেও, মনোনয়নপত্র বাছাই ও প্রত্যাহারের পর চূড়ান্ত লড়াইয়ে মেয়র পদে ১২ জন, সাধারণ আসনে কাউন্সিলর পদে ২১৪ জন এবং সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর পদে ৬২ জন; সর্বমোট ২৮৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

কিন্তু নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে গত ১৫ এপ্রিল তারিখে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে ১২ জন মেয়র ২১২ জন সাধারণ কাউন্সিলর ও ৬২ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর; সর্বমোট ২৮৬ জন প্রার্থীর তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো।

নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে ৭ ধরনের তথ্য রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল করেছেন। আমরা **'সুজন'**-এর উদ্যোগে প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে গণমাধ্যমের সহযোগিতায় জনগণের কাছে তুলে ধরতে চাই - যাতে ভোটাররা প্রার্থীদের সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন এবং তাঁদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। উল্লেখ্য, এ বিশ্লেষণের ভিত্তি হলো নির্বাচন কমিশনের সূত্র থেকে প্রাপ্ত প্রার্থী প্রদত্ত তথ্য। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত যে, **'সুজন'**-এর অনমনীয় প্রচেষ্টার ফলেই নাগরিকদের তথ্যপ্রাপ্তির এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং উচ্চ আদালত ভোটারদের এ অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

নিম্নে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে চূড়ান্তভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র, সাধারণ আসনে কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের (মহিলা) কাউন্সিলর পদপ্রার্থীদের বিশ্লেষণকৃত তথ্যসমূহ তুলে ধরা হলো।

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

পদ	এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	১ (৮.৩৩%)	২ (১৬.৬৭%)	৬ (৫০%)	১ (৮.৩৩%)	২ (১৬.৬৭%)	০ (০%)	১২ (১০০%)	
কাউন্সিলর	৭৮ (৩৬.৭৯%)	৩৫ (১৬.৫০%)	৪১ (১৯.৩৩%)	৩৮ (১৭.৯২%)	১৬ (৭.৫৪%)	৪ (১.৮৮%)	২১২ (১০০%)	
মহিলা কাউন্সিলর	২৮ (৪৫.১৬%)	১২ (১৯.৩৫%)	৮ (১২.৯০%)	৫ (৮.০৬%)	৯ (১৪.৫২%)	০ (০%)	৬২ (১০০%)	
সর্বমোট	১০৭ (৩৭.৪১%)	৪৯ (১৭.১৩%)	৫৫ (১৯.২৩%)	৪৪ (১৫.৩৮%)	২৭ (৯.৪৪%)	৪ (১.৩৯%)	২৮৬ (১০০%)	

- ১২ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ২ জনের (১৬.৬৭%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর ও ১ জনের (৮.৩৩%) স্নাতক। এসএসসি এবং তার নীচে রয়েছে ৩ জন (২৫%) প্রার্থী এবং ৬ জন (৫০%) প্রার্থী এইচএসসি পাশ করেছেন। জনাব হাসাইন মুহাম্মদ মুজিবুল হক শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন বলে উল্লেখ করেছেন।
- চট্টগ্রামের ৪১টি ওয়ার্ডের ২১২ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ১১৩ জন বা ৫৩.৩০% প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএস সি বা তাঁর নীচে। শুধুমাত্র এসএসসি'র নীচেই ৭৮ জন (৩৬.৭৯%)। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ৫৪ জন (২৫.৪৬%)।
- চট্টগ্রামের ১৪টি ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৬২ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশের (৪০ জন বা ৬৪.৫১%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তাঁর নীচে; এর মধ্যে এসএসসি'র নীচেই ২৮ জন (৪৫.১৬%)। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ১৪ জন (২২.৫৮%)।
- চট্টগ্রামের সর্বমোট ২৮৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৫৬ জন বা ৫৪.৫৪% শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএস সি বা তাঁর নীচে। শুধুমাত্র এসএসসি'র নীচে ১০৭ জন (৩৭.৪১%)। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ৭১ জন (২৪.৮২%)।

২. পেশা সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	০ (০%)	১০ (৮৩.৩৩%)	১ (৮.৩৩%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (৮.৩৩%)	১২ (১০০%)	
কাউন্সিলর	১০ (৪.৭১%)	১৬৪ (৭৭.৩৬%)	১৯ (৮.৯৬%)	৪ (১.৮৯%)	১ (০.৪৭%)	৮ (৩.৭৭%)	৬ (২.৮৩%)	২১২ (১০০%)	
মহিলা কাউন্সিলর	২ (৩.২৩%)	১৪ (২২.৫৮%)	৪ (৬.৪৫%)	১ (১.৬১%)	২৬ (৪১.৯৪%)	৯ (১৪.৫২%)	৬ (৯.৬৮%)	৬২ (১০০%)	
সর্বমোট	১২ (৪.১৯%)	১৮৮ (৬৫.৭৩%)	২৪ (৮.৩৯%)	৫ (১.৭৪%)	২৭ (৯.৪৪%)	১৭ (৫.৯৪%)	১৩ (৪.৫৪%)	২৮৬ (১০০%)	

- চট্টগ্রামে ১২ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ১০ জনই (৮৩.৩৩%) ব্যবসায়ী। পেশা হিসেবে ১ জন (৮.৩৩%) চাকুরি বলে উল্লেখ করেছেন। জনাব আরিফ মইনুদ্দিন পেশার ঘর পূরণ/উল্লেখ করেননি।
- ২১২ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর দুই তৃতীয়াংশেরও অধিকের (১৬৪ জন বা ৭৭.৩৬%) পেশা ব্যবসা। ৬ জন (২.৮৩%) তাঁদের পেশার কথা উল্লেখ করেননি।
- ৬২ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক (২৬ জন বা ৪১.৯৪%) গৃহিনী এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (১৪ বা ২২.৫৮%) ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত।
- অন্যান্য নির্বাচনের মত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশ্লেষণে থেকে দেখা যাচ্ছে, এই এলাকার সর্বমোট ২৮৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৮৮ জনই (৬৫.৭৩%) ব্যবসায়ী।

৩. মামলা সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	২ (১৬.৬৬%)	৩ (২৫%)	-	২ (১৬.৬৬%)	১ (৮.৩৩%)	-	১২ (১০০%)	
কাউন্সিলর	৫৪ (২৫.৪৭%)	৫২ (২৪.৫২%)	৯ (৪.২৪%)	১২ (৫.৬৬%)	১৯ (৮.৯৬%)	১ (০.৪৭%)	২১২ (১০০%)	
মহিলা কাউন্সিলর	৭ (১১.২৯%)	৭ (১১.২৯%)	০	০	৩ (৪.৮৩%)	০	৬২ (১০০%)	
সর্বমোট	৬৩ (২২.০২%)	৬২ (২১.৬৭%)	৯ (৩.১৪%)	১৪ (৪.৮৯%)	২৩ (৮.০৪%)	১ (০.৩৪%)	২৮৬ (১০০%)	

- ১২ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে মো: সোলায়মান শেঠ এর বিরুদ্ধে ১টি ও আ. জ. ম. নাছির উদ্দীন এর বিরুদ্ধে ৩০২ ধারায় ২টি মামলা ছিল। বর্তমানে কারো বিরুদ্ধে ৩০২ ধারায় মামলা বা হত্যা মামলা নেই। বিশ্লেষণ থেকে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ফৌজদারি মামলার দিক থেকে বিবেচনা করলে অপরাধ কর্মের অভিযুক্ত প্রার্থীর সংখ্যা কম।
- ২১২ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৫৪ জনের (২৫.৪৭%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৫২ জনের (২৪.৫২%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ১৯ জনের (৮.৯৬%) উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ৯ জনের (৪.২৪%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ১২ জনের বিরুদ্ধে অতীতে (৫.৬৬%) মামলা ছিল বা আছে ।
- সর্বমোট ৬২ জন সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীর মধ্যে ৭ জনের (১১.২৯%) বর্তমানে এবং ৭ জনের (১১.২৯%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং উভয় সময়ে ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে।
- চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সর্বমোট ২৮৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬৩ জনের (২২.০২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৬৩ জনের (২১.৬৭%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ২৩ জনের (৮.০৪%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ৯ জনের (৩.১৪%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ১৪ জনের বিরুদ্ধে (৪.৮৯%) অতীতে মামলা ছিল বা আছে ।

৪. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	২ লক্ষের নীচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	২ (১৬.৬৭%)	৩ (২৫%)	৪ (৩৩.৩৩%)	০ (০%)	০ (০%)	২ (১৬.৬৭%)	১ (৮.৩৩%)	১২ (১০০%)	
কাউন্সিলর	৪৪ (২০.৭৫%)	৯২ (৪৩.৩৯%)	৪৩ (২০.২৮%)	১০ (৪.৭২%)	৩ (১.৪২%)	২ (০.৯৪%)	১৮ (৮.৪৯%)	২১২ (১০০%)	
মহিলা কাউন্সিলর	১৯ (৩০.৬৫%)	১৪ (২২.৫৮%)	৪ (৬.৪৫%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	২৫ (৪০.৩২%)	৬২ (১০০%)	
সর্বমোট	৬৫ (২২.৭২%)	১০৯ (৩৮.১১%)	৫১ (১৭.৮৩%)	১০ (৩.৪৯%)	৩ (১.০৪%)	৪ (১.৩৯%)	৪৪ (১৫.৩৮%)	২৮৬ (১০০%)	

- ১২ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে বছরে ৫ লক্ষ টাকার নীচে আয় করেন ৫ জন (৪১.৬৭%), ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা আয় করেন ৪ জন (৩৩.৩৩%)। বছরে কোটি টাকার উপর আয় করেন ২ জন (১৬.৬৭%)। তাঁরা হলেন জনাব আ. জ. ম. নাছির উদ্দীন (৩,৬২,৩২,৭৪৪.০০ টাকা) এবং জনাব মোহাম্মদ মনজুর আলম (২,১০,৬৫,৫০৫.০০ টাকা)।
- ২১২ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ১৩৬ জন বা (৬৪.১৪%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে কোটি টাকার উপরে আয় করেন মাত্র ২ জন (০.৯৪%) প্রার্থী। ১৮ জন (৮.৪৯%) প্রার্থী তাদের আয়ের উৎস উল্লেখ করেননি।
- ৬২ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যেও অধিকাংশের (৩৩ জন বা ৫৩.২২%) আয় বছরে ৫ লক্ষ টাকা বা তার নীচে।
- চট্টগ্রামের সর্বমোট ২৮৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৭৪ জনের (৬০.৮৩%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকা বা তার কম। ২ জন মেয়র ও ২ জন কাউন্সিলর প্রার্থী বছরে কোটি টাকার উপর আয় করেন।

৫. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	০ (০%)	৬ (৫০%)	০ (০%)	১ (৮.৩৩%)	২ (১৬.৬৭%)	৩ (২৫%)	০ (০%)	১২ (১০০%)	
কাউন্সিলর	১০৩ (৪৮.৫৮%)	৬৬ (৩১.১৩%)	১৬ (৭.৬৯%)	৮ (৩.৭৭%)	১২ (৫.৬৬%)	৩ (১.৪১%)	৪ (১.৮৯%)	২১২ (১০০%)	
মহিলা কাউন্সিলর	৩৫ (৫৬.৪৫%)	২০ (৩২.২৫%)	৪ (৬.৪৫%)	১ (১.৬১%)	০ (০%)	০ (০%)	২ (৩.২২%)	৬২ (১০০%)	
সর্বমোট	১৩৮ (৪৮.২৫%)	৯২ (৩২.১৬%)	২০ (৬.৯৯%)	১০ (৩.৪৯%)	১৪ (৪.৮৯%)	৬ (২.০৯%)	৬ (২.০৯%)	২৮৬ (১০০%)	

- ১২ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৬ জনের (৫০%) সম্পদ ২৫ লক্ষ টাকার নীচে। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে কোটিপতি আছেন ৫ জন (৪১.৬৭%)। তার মধ্যে ৫ কোটির ওপরে সম্পদ রয়েছে ৩ জনের (২৫%)। তারা হচ্ছেন জনাব মনজুর আলম (৪০,৮৬,৪৯,৫৯৫.০০ টাকা), জনাব সোলায়মান আলম শেঠ (১৫,৬০,৭০,০০০.০০ টাকা) ও জনাব আ. জ. ম. নাছির উদ্দীন (১১,৯৯,৫১,১৫২ টাকা)।
- ২১২ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ১৬৯ জনের (৭৯.৭১%) সম্পদ ২৫ লক্ষ টাকার কম। কোটিপতি ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর সংখ্যা ১৫ জন (৭.০৭%)। ৫ কোটি টাকার উপরে সম্পদ রয়েছে ৩ (১.৪৪%) জনের।
- ৬২ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৫৫ জনের (৮৮.৭০%) আয় বছরে ২৫ লক্ষ টাকার কম।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় ২৮৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৩০ জনের (৮০.৪১%) সম্পদ ২৫ লক্ষ টাকার কম হলেও কোটিপতি রয়েছেন মোট ২০ জন (৬.৯৮%)।

৬. দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট প্রার্থী	মোট ঋণ গ্রহীতা
মেয়র	০ (০%)	৪ (৬৬.৬৬%)	০	০	০	২ (৩৩.৩৩%)	১২ (১০০%)	৬ (৫০%)
কাউন্সিলর	৫ (১৭.৮৬%)	৬ (২১.৪৩%)	২ (৭.১৪%)	১ (৩.৫৭%)	১০ (৩৫.৭১%)	৪ (১৪.২৯%)	২১২ (১০০%)	২৮ (১৩.২০%)
মহিলা কাউন্সিলর	২ (৫০%)	২ (৫০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	৬২ (১০০%)	৪ (৬.৪৬%)
সর্বমোট	৭ (২.৪৪%)	১২ (৪.১৯%)	২ (০.৬৯%)	১ (০.৩৪%)	১০ (৩.৪৯%)	৬ (২.০৯%)	২৮৬ (১০০%)	৩৮ (১৩.২৮%)

- চট্টগ্রামে ১২ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ৬ জন (৫০%) ঋণ গ্রহীতা। এই সংখ্যা সাধারণ আসনের কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে যথাক্রমে ২৮ (১৩.২০%) ও ৪ জন (৬.৪৬%)। সর্বমোট ২৮৬ জন প্রার্থীর মধ্যে এই সংখ্যা মাত্র ৩৮ জন (১৩.২৮%)
- সকল প্রার্থীর মধ্যে ৬ জনের (২.০৯%) কোটি টাকার উপরে ঋণ রয়েছে।
- মেয়র প্রার্থী মোহাম্মদ মনজুর আলমের দায়-দেনা রয়েছে ৪,৭০,০৬,১৯৮.০০ টাকা। তাঁর নিজস্ব ঋণের পরিমাণ ১,২২,০০০,০০ টাকা এবং কোম্পনীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে তাঁর ঋণের পরিমান ৩৫৯,২৯,০০০০০ টাকা। জনাব আ. জ. ম. নাছির উদ্দীনে দায়-দেনা রয়েছে ৮,৬৩,৯৪,৭২৪.০০ টাকা।

৭. কর সংক্রান্ত তথ্য (মেয়র প্রার্থী)

পদ	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট প্রার্থী	মোট কর প্রদানকারী
মেয়র	৩ (৩০%)	০ (০%)	১ (১০%)	১ (১০%)	৩ (৩০%)	১ (১০%)	১ (১০%)	১২ (১০০%)	১০ (৮৩.৩৩%)
কাউন্সিলর	১০৮ (৬০.৬৭%)	৯ (৫.০৬%)	২৯ (১৬.২৯%)	৮ (৪.৪৯%)	১৫ (৮.৪৩%)	৫ (২.৮১%)	৪ (২.২৫%)	২১২ (১০০%)	১৭৮ (৮৩.৯৬%)
মহিলা কাউন্সিলর	৪০ (৯০.৯১%)	২ (৪.৫৫%)	১ (২.২৭%)	০ (০%)	১ (২.২৭%)	০ (০%)	০ (০%)	৬২ (১০০%)	৪৪ (৭০.৯৬%)
সর্বমোট	১৫১ (৬৫.০৮%)	১১ (৪.৭৪%)	৩১ (১৩.৩৬%)	৯ (৩.৮৭%)	১৯ (৮.১৮%)	৬ (২.৫৮%)	৫ (২.১৫%)	২৮৬ (১০০%)	২৩২ (৮১.১১%)

- চট্টগ্রামের ১২ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ১০ জন (৮৩.৩৩%) করদাতা। কর প্রদানকারী ১০ জনের মধ্যে ৩ জন (৩০%) কর প্রদান করে ৫ হাজার টাকার কম, ১ জন (১০%) ১০ হাজার টাকার কম, ১ জন (১০%) ৫০ হাজার টাকার কম। ৫ জন (৫০%) মেয়র প্রার্থী লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেন।
- ২১২ জন সাধারণ আসনের কাউন্সিলর ও ৬২ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে করদাতার হার যথাক্রমে ৮৩.৯৬% (১৭৮জন) ও ৭০.৯৬% (৪৪ জন)। সর্বমোট ২৮৬ জন প্রার্থীর মধ্যে এই হার ৮১.১১% (২৩২জন)।
- করদাতাদের মধ্যে ১ জন মেয়র প্রার্থী ও ৪ জন্য সাধারণ আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী ১০ লক্ষ টাকার উপর কর প্রদান করেন। মোহাম্মদ মনজুর আলম বছরে ৬৫ লাখ ২৩ হাজার ৫৯৪ টাকা কর প্রদান করেন।
- কোনো কোনো প্রার্থী শুধুমাত্র কর সনদপত্র জমা দেওয়ায় কর প্রদানকারীর প্রকৃত সংখ্যা নিরুপন করা সঠিক হলো না।

তথ্য বিশ্লেষণ ছাড়াও সুজন-এর পক্ষ থেকে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে আওয়াজ তোলার জন্য আমরা বেশ কিছু কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। কর্মসূচিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

- চট্টগ্রাম মেয়র প্রার্থীদের এক মঞ্চে এনে আমরা 'জনগনের মুখোমুখি' করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। অনুষ্ঠানটি আগামী **১৯ এপ্রিল ২০১৫, রবিবার, বিকাল ৪টায়, মুসলিম ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রামে** অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে মেয়র প্রার্থীগণ তাঁদের ভবিষৎ কর্মসূচি ভোটারদের সামনে তুলে ধরবেন এবং ভোটারগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেবেন।
- আমরা বেশ কিছু ওয়ার্ডে কাউন্সিলর পদপ্রার্থীদের নিয়েও 'জনগনের মুখোমুখি' অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি; যা ১৫ এপ্রিল থেকে ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
- নতুন ভোটাররা যেন জীবনের প্রথম ভোটটি প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সুচিন্তিতভাবে ও দায়িত্বশীলতারসাথে প্রয়োগ করতে পারে, সেজন্য আমরা তাঁদের সঙ্গে বেশ কিছু মতবিনিময় সভার আয়োজন করছি। ইতোমধ্যেই ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা নতুন ভোটারদের সাথে মতবিনিময় সভা করেছি। এই প্রক্রিয়াটি নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।
- আমরা সকল মেয়র প্রার্থীসহ কয়েকটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থীদের তথ্যসহ প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহ্বান সম্বলিত তুলনামূলক চিত্র ও লিফলেট ভোটারদের মধ্যে বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।
- প্রার্থীদের তথ্যসমূহের একত্রীকৃত তথ্য আমরা অতীতের মত আমাদের ওয়েবসাইটে (www.votebd.org) পোস্ট করাসহ ফেসবুক (www.facebook.com/shujan.bd) ক্যাম্পেইনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

পরিশেষে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনসহ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং একটি ভীতিমুক্ত, শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমূখর পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি:

- সকল প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ (লেভেল প্লেইং ফিল্ড) নিশ্চিত করা।
- আচরণবিধি ভঙ্গের ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্রার্থীতা বাতিল করা।
- নির্বাচনে টাকার অবাধ ব্যবহার ও পেশীশক্তির দৌরাত্ম বন্ধ করা।
- ভোট প্রদানের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করাসহ কেন্দ্র দখল, ব্যালট পেপার বা ব্যালট বাক্স ছিনতাই রোধে পূর্ব থেকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। প্রয়োজনে নির্বাচনের কয়েকদিন আগে থেকেই সেনা মোতায়েন করা।
- প্রার্থীদের কারও বিরুদ্ধে হয়রানীমূলক মামলা থাকলে তা প্রত্যাহার করা এবং জামিনযোগ্য মামলাসমূহের ক্ষেত্রে জামিন দেওয়া।

- এই নির্বাচনকে সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখে যে কোনো ভাবে জয়ের জন্য মরিয়া না হয়ে, প্রতিযোগিতার মনোভাব থেকে গ্রহণ করা।
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন করা।

আমাদের প্রত্যাশা আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন, সরকার, রাজনৈতিক দল, মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় সংসদ সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম, নির্বাচন পর্যবেক্ষক, প্রার্থী, সচেতন নাগরিক, ভোটারগণ স্ব স্ব অবস্থান থেকে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবেন এবং আমরা একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ নির্বাচন প্রত্যক্ষ করবো।

তথ্যসূত্রঃ বিশ্লেষণে ব্যবহৃত তথ্যগুলোর সূত্র নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট (www.ecs.gov.bd). তথ্যসমূহ সন্নিবেশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তা সত্বেও এসব তথ্যের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যের কোনো অসঙ্গতি পাওয়া গেলে কমিশনের ওয়েবসাইটের তথ্যই সঠিক বলে ধরে নিতে হবে।

প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি বিস্তারিত তুলনামূলক চিত্রের জন্য দেখুনঃ

www.votebd.org